তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০৪/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ ১) জনাব বিপ্লব কর্মকার
পিতা-সুভাষ চন্দ্র কর্মকার
২) জনাব শ্রীধাম কর্মকার
পিতা- সঞ্জু কর্মকার
গ্রাম+পোঃ-বিপুলাসার
থানা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব আশরাফুজ্জামান
উপ-সচিব (অডিট)
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই)
রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৫-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ২৯-০২-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (অডিট) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১। বিগত ৫ জানুয়ারি ২০১৬ ইং তারিখে ইস্যুকৃত চিঠিতে আমাদের যে তথ্য দেয়া হয়েছে তার প্রেক্ষিতে মালামাল পরিবহন ভাড়া সংক্রান্ত হস্তলিখিত প্রদত্ত তথ্য একজন সাধারণ নাগরিকের বোধগম্য নয়। নতুন ভাড়া উল্লেখ পূর্বক সে তালিকা বোধগম্য উপায়ে পুনরায় পেতে চাই। এ তালিকা যাত্রী ভাড়ার ন্যায় সকল স্টেশনে দৃশ্যমান স্থানে লিখিত আকারে প্রদর্শন করা হবে কি না? হলে কত দিনের মধ্যে?

২। প্রদত্ত তথ্যে দেখা যায় দৌলতগঞ্জ স্টেশন থেকে ২০১৫ সালের প্রথম আট মাসে কোন মালামাল বুকিং হয়নি। কিন্তু ৯ আগস্ট ২০১৫ ইং তারিখে চারটি বস্তা দৌলতগঞ্জ থেকে বিপুলাসার পরিবহন করি। স্টেশন মাস্টার ৫০ টাকা, গার্ড ৫০ টাকা আদায়ের বিপরীতে কোন রসিদ প্রদান করে নি। সে রসিদ পেতে চাই।

৩। বিগত ২৯-০১-২০১৬ ইং তারিখে ইন্ডিপেনডেন্ট টিভির তালাশ অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন স্পটে ট্রেন থামিয়ে তেল চুরির প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। ২০১৫ সালে মোট কত টাকার তেল চুরি হয়েছে? রেলওয়ের কোন বিভাগের ব্যর্থতার কারণে দিনের পর দিন তেল চুরি হত? রেলের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এ চুরির সাথে জড়িত তাদের নামের তালিকা।

৪। সংসদীয় কমিটির বিগত ০৫-০১-২০১৬ ইং তারিখে ১১৪ শতাংশ বেশি দামে তেল কেনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। সংসদীয় কমিটির চিহ্নিত ১০৭ কোটি টাকা কেনাকাটায় অনিয়মের সকল তথ্য পেতে চাই।

৫। কোন কোন খাতে কত শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সম্প্রতি রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে?

৬। তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে তা কিভাবে সমন্বয় করা হয়েছে বা আদৌ করা হয়েছে কি না?

৭। অনুগ্রহপূর্বক ছক মোতাবেক পূরণ করুন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যাত্রীর জন্য

প্রতি কিমিতে আন্তঃনগর ট্রেনের ভাড়া	বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর স্টেশনের দুরুত্ব (কিমি)	আন্তঃনগর ট্রেনে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর স্টেশনের ভাড়া	রেলওয়ে বর্তমানে কত টাকা আদায় করছে	এ পর্যন্ত মোট কত টাকা বর্ধিত ভাড়া আদায় করা হয়েছে
...টাকা	...কিমি	টাকা*কিমি	...টাকা	...টাকা

২। নির্ধারিত সময়ে কোন প্রতিকার না পেয়ে অভিযোগকারী ১২-০৩-২০১৬ তারিখে জনাব মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন, সচিব ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদনের পর ১৬-০৩-২০১৬ তারিখে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তথ্য সরবরাহ করেন। প্রদত্ত তথ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে পরবর্তিতে অভিযোগকারী ১৩-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৫-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়। অদ্য ১৫-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী জনাব শ্রীধাম কর্মকার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপ-সচিব জনাব আশরাফুজ্জামান হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা স্মারক নং ৫৪.০০.০০০০.০১০.১৬.১৫.১৩(অ-১)-৯৭ তারিখ- ১৬/০৩/২০১৬/ ০২ চৈত্র ১৪২২ বাংলা মারফত আংশিক তথ্য প্রেরণ করায় সংক্ষুব্ধ হয়ে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অত্র দপ্তরে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সংরক্ষিত না থাকায় মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অভিযোগকারীর প্রার্থীত তথ্যাদি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয় । উক্ত অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে ১৪.০৩.২০১৬ তারিখে চাহিত তথ্যাদি পাওয়ার পর রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৬.০৩.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত তথ্যাদি ই-মেইলযোগে এবং ডাকযোগে অভিযোগকারীকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তথ্য কমিশনের নির্দেশক্রমে সুশৃঙ্খলভাবে এবং সুচারুভাবে পুনরায় অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করেন । এজন্য তিনি কমিশনের নিকট সময় প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট প্রার্থনা করেন ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীর প্রার্থীত সকল তথ্যাদি বিশেষত: সংসদীয় কমিটি কর্তৃক চিহ্নিত ১০৭ কোটি টাকার কেনাকাটায় অনিয়মের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ২০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত পূর্ণাঙ্গ তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য জনাব আশরাফুজ্জামান, উপ-সচিব (অডিট) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(আরটিআই), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো । সরবরাহকৃত তথ্যের ১ কপি কমিশনে প্রেরণ করার জন্যও নির্দেশণা দেওয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার